ঐতিহ্য ও তা সংরক্ষণের ইতিহাস

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'র প্রতি সচেতনতা এবং তাকে রক্ষা করার প্রয়াস কোনো আধুনিক ঘটনা নয়। সভ্যতার বিবর্তনের আদি পর্যায়ে সাংস্কৃতিক, বিশেষভাবে বস্তুগত বা মূর্ত ঐতিহ্যকে বোঝার ও মর্যাদা দিয়ে তাকে রক্ষা করার বিক্ষিপ্ত কতিপয় নিদর্শন কিন্তু রয়েছে। খ্রিস্ট পূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ভূমধ্যসাগরের তীর বরাবর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সৌদ ও ইমারতের তালিকা তৈরী করেছিলেন। খ্রিস্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতকে রোমান পন্ডিত পলিবিয়াস রোমান বাহিনী কর্তৃক সিসিলির গ্রীক উপাসনালয়গুলি ধ্বংসের সমালোচনা করেছিলেন। এক শতক পরে রোমান রাষ্ট্রনেতা ও প্রখ্যাত বাগ্মী সিসেরো সিসিলির নগরগুলিতে লুঠতরাজ চালানোর অভিযোগে সিসিলির প্রাদেশিক শাসনকর্তা গ্যাইয়াস ভেররেসকে পদচ্যুত করেছিলেন। ১৪৬২ খ্রিস্টাব্দে রেনেসাঁর সমসাময়িক কালে ইতালিতে দ্বিতীয় পায়াসের আইন, ১৬৬৬ সালে সুইডেনে অ্যান্টিকুইটিস অর্ডিন্যান্স বা অতীত সংক্রান্ত আইন ঐতিহ্য সংরক্ষণের পক্ষে নির্দেশ জারি করেছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ডাচ আইনজ্ঞ হুগো গ্রোসিয়াস এবং এমেরিক দ্য ভেত্তেল মত প্রকাশ করেন যে কোনো শিল্পকর্ম সামরিক অভিযানের লক্ষ্য রূপে জরুরী নয় এবং তাকে রক্ষা করা উচিৎ। পরে ফরাসী বিপ্লবের সময়কাল থেকে পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহে, বিশেষত ইওরোপীয় দেশগুলিতে ঐতিহ্যকে ব্যাখ্যা করে তাকে রক্ষা করার জন্য নানা বিধান তৈরী হয় - ১৮০২ এ পোপের নির্দেশনামা, ১৮১৫'র ফ্রান্সে কোয়াট্রেমেরের জারি করা আইন, ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী মন্ত্রীসভা প্রদত্ত আইন, ১৮৩০'র ফ্রান্সে গুইজো কর্তৃক প্রণীত আইন, ১৮৭৭ সালের ইংল্যান্ডে জারি করা "SPAB Manifesto', ১৯০৪ সালের মাদ্রিদের আইন, ১৯০৯ এর 'Futurism Manifesto', ১৯২৬ সালে আন্তর্জাতিক যাদুঘরের কার্যালয় কর্তৃক জারি করা আইন, ১৯৩০ এর এথেন্স সনদ, ১৯৩১-৩২ সালে ইতালিতে গিয়োভান্নোনি কর্তৃ জারি করা আইন, ১৯৩৩ এবং ১৯৪২ এর এথেন্স সনদ, ১৯৫৪ সালে ইউনেসকোর হেগ সম্মেলনের সুপারিশ, ১৯৫৬ তে ইউনেসকো কর্তৃ জারি করা প্রত্নতাত্ত্বিক খনন সংক্রান্ত সুপারিশ, ১৯৬০ সালের ইউনেসকোর যাদুঘর সংক্রান্ত সুপারিশ এবং ১৯৬৪ সালের ইউনেসকোর ঐতিহ্যবাহী বস্তুর অবৈধ চোরাচালান বন্ধ করার জন্য বিধান - আন্তর্জাতিক স্তরে ঐতিহ্য সম্পর্কিত আইন বা প্রস্তাবের সংখ্যা নেহাতই কম নয়। বেশ বোযা যায় যে সমাজের একটি অংশ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে দিয়ে ঐতিহ্যকে ব্যাখ্যা করে তাকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনিয়তা অনুভব করেছিলেন।

1877, England, SPAB Manifesto

William Morris, 'Manifesto' of the Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB) founded by Morris on 23rd March, 1877.

For what is left we plead before our architects themselves, before the official guardians of buildings, and before the public generally, and we pray them to remember how much is gone of the religion, thought and manners of time past, never by almost universal consent, to be Restored; and to consider whether it be possible to Restore those buildings, the living spirit of which, it can not be too often repeated, was an inseperable part of that religion and thought, and those past manners. For our part we assure them fearlessly, that of all the Restorations yet undertaken the worst have meant the reckless stripping a building of some of its most interesting material features; whilst the best have their exact analogy in the Restoration of an old picture, where the partly-perished work of the ancient craftsmaster has been neat nad smooth by the tricky hand of some unoriginal and thoughtless hack of today.If, for the rest, it be asked us to specify what kind of amount of art, style or other intrest in a building, makes it worth protecting, we answer, anything which can be looked on as artistic, picturesque, historical, antique, or substantial: any work, in short, over which educated, artistic people would think it worth while to argue at all, …..

তবে ১৯৬৪ এর ভেনিস সনদ জারি হওয়ার সময় থেকেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়টি অনেক বেশী নীতিনির্ভর হতে শুরু করে, অন্যভাবে বললে এর পর থেকেই ঐতিহ্য'র ব্যাখ্যা ও তার সংরক্ষণ বিষয়ক সনদ, সুপারিশ, বিধান, প্রস্তাব ইত্যাদি গৃহীত ও প্রকাশিত হতে থাকে। যে কারণে অনেকেই মনে করেন যে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতি বা নির্দেশিকাগুলি মূলত 'UNESCO'

এবং 'ICOMOS' এর মত আন্তর্জাতিক সংগঠন কর্তৃক সনদ, প্রস্তাব, সুপারিশ, ঘোষণা, বিধান বা আইন আকারে রচিত, গৃহীত এবং প্রচারিত হতে থাকে। এই নির্দেশিকা প্রকাশ ও প্রচার করার উদ্দেশ্য নিশ্চিতভাবেই সমগ্র বিশ্বজুড়ে সাংস্কৃতিক সম্পত্তি বা ঐতিহ্যকে রক্ষা করা। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'র অন্তর্ভূক্ত হল সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ঐতিহাসিক সৌধ, ভবন, কেন্দ্র, নগর, ইত্যাদি যেগুলি নানা প্রাকৃতিক ও সমাজিক কারণে সংকটাপূর্ণ। এই নির্দেশিকাগুলির মধ্যে ১৯৬৪ এর ভেনিস সনদ বা 'International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites' খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উদ্ধার, পুনঃস্থাপন ও সংরক্ষণের প্রশ্নে এই সনদ একটি মানদন্ড বা মাপকাঠি তৈরী করে দেয়। এই সনদ আরও কয়েকটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ -১) ঐতিহাসিক সৌধ বা ভবন সংক্রান্ত ধারণা এর দ্বারা আরও প্রসারিত বা পরিব্যাপ্ত হয়; ২) প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষের উদ্ধার ও পুনঃস্থাপনের প্রশ্নে কৌশলগত প্রযুক্তির ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়; ৩) ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং ৪) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকে রক্ষা করার জন্য এই সনদ সুনির্দিষ্ট কিছু নীতি নির্ধারণ করে এবং তা নির্দেশিকা হিসাবে জারি করে। আন্তর্জাতিক স্তরে ভেনিস সনদ গৃহীত হওয়ার পর থেকেই তা একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক এ পরিণত হয়। অধুনা 'UNESCO' এবং 'ICOMOS' মত আন্তর্জাতিক সংগঠন কর্তৃক জারি করা সনদ, প্রস্তাব, সুপারিশ, ঘোষণা, বিধান বা আইন এর সংখ্যা প্রায় ৪০ এর উপর -এর মধ্যে ২৭টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এবং প্রায় ১৭টি মতো জাতীয় স্তরে ব্যপ্ত। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে উল্লেখযোগ্য সনদ, প্রস্তাব, সুপারিশ এবং বিধানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -

1. International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (the Venice Charter), CATHM, 1964
2. Recommendation Concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works, UNESCO, 1968
3. Resolution of the Symposium on the Introduction of Contemporary Architecture into Ancient Groups of Buildings, ICOMOS, 1972.
4. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, UNESCO, 1972
5. Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas, UNESCO, 1976
6. Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas, ICOMOS, 1987
7. Charter on the Preservation of Historic Gardens, ICOMOS, 1982.
8. Guidelines for Education and Training in the Conservation of Monuments, Ensembles and Sites, ICOMOS, 1993
9. *Nara Document on Authenticity,* Japan and UNESCO, 1994
10. Charter on the Protection and Management of Underwater Cultural Heritage, ICOMOS, 1996
11. Principles for the Recording of Monuments, Groups of Buildings and Sites, ICOMOS, 1996
12. Principles for the Preservation of Historic Timber Buildings, ICOMOS, 1999
13. Charter on the Built Vernacular Heritage, ICOMOS, 2000
14. Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, UNESCO, 2001

বেশ বোঝা যায় যে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংক্রান্ত বিধান বা সনদ বা সুপারিশ এবং ঘোষণার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এইসকল বিধান বা সনদগুলির মূল লক্ষ্য ছিল ঐতিহ্যকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা এবং সেগুলিকে রক্ষা করা। সময়ের সাথে সাথে 'UNESCO' এবং 'ICOMOS' এর মত আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি ঐতিহ্য'র নতুন নতুন ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহ্য'র সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়। বস্তুতপক্ষে ঐতিহ্য'র বিষয়বস্তুর, কি মূর্ত কি বিমূর্ত, কি প্রাকৃতিক - ক্রমশ ব্যপ্ত হতে থাকে, নিত্য নতুন বিষয় ঐতিহ্য রূপে গৃহীত হতে থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন ঐতিহ্য'র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রকে নিজেদের সুনির্দিষ্ট এক্তিয়ারে নিয়ে আসে এবং সেই এক্তিয়ার বা সীমাকে বজায় রেখে আইন প্রণয়ন

করতে থাকে ইত্যাদি নানা কারণে ঐতিহ্য সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংগঠন কর্তৃক জারি করা সনদ বা বিধান বা সুপারিশের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কয়েকটি উদাহরণের মধ্যে দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

১৯৬৪ সালের ভেনিস চার্টার বা সনদে ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রশ্নে কেবল ঐতিহাসিক সৌধ ও ভবনকে উল্লেখ করা হয়েছিল; পরে ' UNESCO' এবং 'ICOMOS' একাধিক সনদ বা বিধান জারি করে একাধিক গোষ্ঠীবদ্ধ ভবন, ঐতিহাসিক দিকে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম এবং নগরকেন্দ্র, ঐতিহাসিক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বাগান, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সামাজিক বিষয়ভূক্ত বিমূর্ত ধ্যানধারণা বা রীতিনীতি বা প্রথা, ইত্যাদি মূর্ত ও বিমূর্ত বিষয়কে ঐতিহ্য রূপে স্বীকৃতি দেয়। যেমন ১৯৬৪ এর ভেনিস সনদে ঐতিহাসিক ভবন বা সৌধকে সমপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি; সেই কারণে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ' ICOMOS' এর সংবিধান সভা ৩.১ অনুচ্ছেদে ঐতিহাসিক সৌধ ও ভবনকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে বলে ''The term *monument* shall include all real property…..whether they contain buildings or not, having archaeological, architectural, historic or ethnographical interest and may include besides the furnishing preserved within them ''। পাশাপাশি ঐতিহাসিক কেন্দ্র বা 'site' শব্দটিকে নতুন করে বিশ্লেষণ করা হয় -''The term *site* shall be defined as a group of elements, either natural or man made, or combination of the two, which it is in the public interest to conserve''।

এখানে প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট কোনো স্থান বা কেন্দ্রকে যখন ঐতহ্য রূপে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি খুব তাৎপর্যপূর্ণ - এই ব্যাখ্যা ফলে অস্ট্রেলিয়ার প্রবাল প্রাচীর যেমন ঐতিহ্যভূক্ত হয়, তেমনই ইংলন্ডের উইল্টশায়ারের স্টোনহেঞ্জ এবং আমাদের সুন্দরবনও ঐতিহ্যমন্ডিত স্থান হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার অধিকার লাভ করে - কারণ এদের প্রত্যেকেরই ঐতিহাসিক অথবা সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে।

আবার ' ICOMOS' এর ঐ সংবিধান সভা ৩গ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে স্থির করে যে সংগ্রহশালা, সংগ্রহশালায় রক্ষিত দ্রব্যসমূহ, ভ্রাম্যমান যাদুঘর, খোলা আকাশের নীচে রক্ষিত যাদুঘর, বা অন্যভাবে বললে যাদুঘর বা সংগ্রহশালার সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো বিষয় নিয়ে তারা কোনো আইন প্রণয়ন করবে না কারণ উক্ত বিষয় 'ICOMOS' এর এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না এবং সংগ্রহশালা বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য ' ICOM' নামে একটি পৃথক সংস্থা রয়েছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য বিষয়ক নীতি নির্ধারক সংস্থা রূপে 'ICOMOS' এবং সংগ্রহশালা বা যাদুঘর সংক্রান্ত সংস্থা রূপে 'ICOM' তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রটিকে সুস্পষ্ট করে দেয়।

এরপর ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'UNESCO' এর সাধারণ সভা তার পঞ্চদশ অধিবেশনে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত কাজের ফলে বিপদের সম্মুখীন এরূপ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলিকে সংরক্ষণের জন্য কিছু সুপারিশ করে। এবং এই সুপারিশের মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আবার নতুন করে ব্যাখ্যায়িত করা হয়। এই সুপারিশে 'UNESCO' ১৯৫৪ সালের হেগ বৈঠক বা অধিবেশনের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বা সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারণাকে অবলম্বন করে এবং তাকে দুটি ভাগে ভাগ করে - স্থাবর অর্থাৎ যাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায়না যেমন প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য এবং অস্থাবর অর্থাৎ যাকে এক স্থান থেক অন্য স্থানে সরানি যায় যেমন সংগ্রহশালয় রক্ষিত পুরাবস্তু। এই সুপারিশেও স্থাবর ঐতিহ্য'র মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক কেন্দ্র ছাড়াও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামে বা নগরের ঐতিহ্যবাহী কাঠামোকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই সুপারিশের ১ক অনুচ্ছেদে বলা হয় - ''archaeological and historic or scientific sites, structures or other features of historic, scientific, artistic or architectural value, whether religious or secular, including groups of traditional structures, historic quarters in in urban or rural built-up areas and the ethnological structures of previous cultures still extant in valid form. It applies to such immovable constituting ruins existing above the earth as well as to archaeological or historical remains found within the earth. The term cultural property also includes setting of such property''।

একটু খেয়াল করলে দেখা যায় যে 'UNESCO' তার সুপারিশে ঐতিহ্য রূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য এরূপ স্থান বা কেন্দ্র'র পরিধিটিকে অনেক বেশি সম্প্রসারিত করেছিল - শৈল্পিক, বৈজ্ঞানিক এবং স্থাপত্যশৈলীর নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় তথা ধর্মনিরপেক্ষ, নাগরিক বা গ্রামীণ যে কোনো ঐতিহ্যবাহী কাঠামো বা কাঠামো সমষ্টি, এমনকি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর স্মৃতি বহনকারী কাঠামো ইত্যাদিকে ঐতিহ্য রূপে মান্যতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে অবস্থিত যে কোনো স্থাবর ও

অস্থাবর বিষয়বস্তু এবং ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তের অবস্থিত যে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এমন কি উক্ত সকল সম্পত্তির নির্মাণপ্রণালীকেও ঐতিহ্য'র মর্যাদা প্রদান করা হয়।

এইভাবে ১৯৬০ এর দশকের মধ্যেই 'ICOMOS' এবং 'UNESCO' ১৯৬৪ এর ভেনিস সনদে উল্লেখিত ঐতিহ্য সংক্রান্ত ব্যাখ্যাটিকে যথাক্রমে 'monuments and sites' এবং 'cultural property' এর ধারণার মধ্যে দিয়ে আরও প্রসারিত করেছিল - এক্ষেত্রে তাদের বিশ্লেষণ একরূপ ছিল না। ঐতিহ্য'র বিষয়ক এই ভিন্ন ব্যাখ্যাকে, বিশেষত প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য বিষয়ক 'ICOMOS' এবং 'UNESCO' এর ভিন্ন ধারণাকে দূর করার জন্য ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে 'UNESCO' 'UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage' বা 'World Heritage Convetion'এর আহ্বান করে। এই অধিবেশনে ' UNESCO' তার পূর্ববর্তী স্থাবর ও অস্থাবর সাংস্কৃতিক সম্পত্তির ধারণাকে পরিত্যাগ করে এবং একটি প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে বোঝাতে 'groups of buildings' নামে একটি নতুন ধারণার প্রবর্তন ঘটায়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'র অন্তর্ভূক্ত করা হয় সৌধ, ভবনের সমষ্টি এবং কেন্দ্রকে। সৌধ, ভবনের সমষ্টি ও কেন্দ্র এই অভিধাগুলিকে ব্যাখ্যা করে ১৯৭২ এর 'UNESCO' এর অধিবেশনের ১:১ এর ধারায় বলা হয়

'*Monuments:* architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combination of features, which are of outstanding universal value from the point of view history, art or science.

Groups of buildings: groups of separated or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science.

Sites: works of man or combined works of nature and of man, and areas including archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical aesthetic, ethnological or anthropological points of view.'

পরবর্তীকালে ১৯৭৮ সালে 'ICOMOS' তাদের অধিবেশনে ৩খ অনুচ্ছেদে সৌধ এবং কেন্দ্র'র পাশাপাশি ভবনের সমষ্টি নামক অভিধাটি যুক্ত করে এবং মূর্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সংক্রান্ত 'UNESCO' এর ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলে। এই অনুচ্ছেদে লেখা হয় -

' *Groups of buildings*: shall include all groups of separate or connected buidings and their sorroundings, whether urban or rural, which, because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of value from historical, artistic, scientific, social or ethnological point of view.'

'ICOMOS' এবং 'UNESCO' উপরোক্ত সনদ এবং সুপারিশগুলির মধ্যে দিয়ে মূর্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বিধান তৈরী করে এবং তা প্রায় অপরিবর্তীত থাকে। 'UNESCO' কেবল নামকরণে সামান্য পরিবর্তন আনে - সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্য - এই দুই শব্দের পরিবর্তে তারা ব্যবহার করে সাংস্কৃতিক সম্পত্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পত্তি নামক অভিধা দুটি। পরে ইওরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যান, ভূভাগ এবং পরিবেশকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল তবে তা সমগ্র বিশ্বজুড়ে গৃহীত হয়নি। আরও পরে ১৯৮২ সালে 'The Florence Charter on Historic Gardens' এর মধ্যে দিয়ে মানবসমাজের কাছে ঐতিহাসিক বা নান্দনিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কোনো ঐতিহাসিক সৌধ বা ভবনের সঙ্গে যুক্ত বা সম্পর্কহীন ছোটো ও বড়ো উদ্যানকে ঐতিহ্য রূপে মান্যতা দেয় এবং উদ্যানে অবস্থিত গাছ বা উদ্ভিদদের প্রাণ বাঁচানোকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। এই সনদে বলা হয়েছিল

''1. An historic garden is an architectural and horticultural composition of interest to the public from the historical or artistic point of view. As such it is to be considered as a MONUMENT.

2. The historic garden is an architectural composition whose constituents are primarily horticultural and therefore alive, which means that they are perishable and renewable…

3. As a monument, the historic garden must be preserved in accordance with the spirit of Venice Charter. However, since it is a LIVE MONUMENT, its preservation must be governed by specific rules which are subject of the present Charter…..
5. As the expression of the closeness of the bond between civilization and nature, and as place of enjoyment suited to the meditation or musing, the garden thus acquires the cosmic significance of an idealized image of the world, a *paradise* in the etymological sense of the term, and yet a testimony to a culture, a style, an age and perhaps also the originality of acreative artist….
8. An historic landscape is a specific landscape which, for example, is associated with a memorable happening, a major historical event, awell known myth or an epic combat, or is the subject of a famous picture. ''

১৯৮৭ সালে ' ICOMOS' এর 'Charter for the Conservation of the Historic Towns and Urban Areas' সনদ বা 'Washington Charter' ঐতিহাসিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নগরগুলির পরম্পরাগতভাবে বিরাজমান আচরণগত ও সাংস্কৃতিক চরিত্রকে বাঁচিয়ে রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পরে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ' ICOMOS' এর সনদ খুব সুন্দরভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সংরক্ষণকে ব্যাখ্যা করে ' The archaeological heritage is that part of the material heritage in respect of which archaeological methods provide primary information. It comprises all vestiges of human existence and consisits of places relating to all manifestations of human activity, abandoned structures and remains of all kinds (including subterranean and underwater sites, together with all portable cultural material associated with them.' এরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ প্রয়োজন কারণ তা আদিম তথা অতীত মানবসমাজের জীবনশৈলীকে প্রকশিত করে এবং এই সংরক্ষণের প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও তার সংরক্ষণের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক স্তরে যে সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় তার প্রভাব পরলক্ষিত হয় জাতীয় বা আঞ্চলিক স্তরেও। ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করা এবং তাকে সংরক্ষণ করার অনুশাসন তৈরীর ক্ষেত্রে 'UNESCO' এবং 'ICOMOS' মত আন্তর্জাতিক সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল এরূপ আইনকে জাতীয় বা আঞ্চলিক বা স্থানীয় স্তরে প্রসারিত করা যাতে করে তাদের সুপারিশগুলি সমভাবে কার্যকর হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯৬৪ এর ভেনিস সনদের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিল - ''It is essential that the principles guiding the preservation and restoration of ancient buildings should be agreed and laid down on an international basis, with each country being responsible for applying the plan within the framework of its own culture and traditions''। ইওরোপ মহাদেশে 'Council of Europe' ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করে তাকে সংরক্ষিত করার ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে আমস্টারডামে 'the European Charter of the Architectural Heritage and the Amsterdam Declaration' ঘোষণার মধ্যে দিয়ে ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং এই কাজে রাষ্ট্র বা ব্যবস্থাপক বা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। ঐই ঘোষণার দ্বারা প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রটিকেও সম্প্রসারিত করা হয়েছিল - ঐতিহাসিক তথা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৌধ, ভবন, ভবনের সমষ্টি, নগর, গ্রাম, উদ্যান, ঐতিহ্য বহন করছে এমন ভূপ্রকৃতি বা পরিবেশ সব কিছুকেই অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং এগুলির রক্ষাকল্পে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়। ' ICOMOS' কে অনুসরণ করে অস্ট্রেলিয়ায় উক্ত দেশের ' ICOMOS' ১৯৭৯ সালে ' ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance' জারি করে যা 'Burra Charter of 1979' নামেও পরিচিত। এই সনদ ১৯৭৫ এর ' Amsterdam Declaration' কে অনুসরণ করেছিল এবং মূলত তিনটি বিষয়ের উপর গুরত্ব আরোপ করেছিল - সংরক্ষণের নীতি, সংরক্ষণের পদ্ধতি এবং সংরক্ষণের অনুশীলন। বুররা সনদে কতিপয় নতুন অভিধা ব্যবহার করে সেগুলিকে ঐতিহ্য'র অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

'*place*, referring to site, area, building or other work, group of buildings or other works together with pertinent contents and sorroundngs
Cultural significance, referring to aesthetic, historic, scientific or social value
Fabric, meaning all the physical material of the place'।

পরে ১৯৮১, ১৯৮৮ এবং ১৯৯৯ সালে বুররা সনদ সংশোধিত হয় এবং 'UNESCO' এর ২০০৩ সালের ৩২ তম সাধারণ সভা কর্তৃক জারি করা সনদ অনুসরণে বিমূর্ত সাংস্কৃতিক পরম্পরা বা আচার বা প্রথা বা বিশ্বাসকে ঐতিহ্য রূপে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সনদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল - ''practices, representation, expressions,

knowledge, skills, instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated with communities, groups and individuals''। অর্থাৎ প্রথা, উপস্থাপন, প্রকাশ, জ্ঞান, দক্ষতা, যন্ত্রপাতি, বস্তু, শিল্পকর্ম বা শিল্পদ্রব্য, সাংস্কৃতিক স্থান এবং অবয়ব - মূর্ত এবং বিমূর্ত অনেক বিষয়কেই ঐতিহ্য রূপে বিবেচনা করা হয়েছিল। কানাডার কুয়েবেক নামক প্রদেশে নতুন জীবনশৈলী এবং আধুনিক শিল্পায়নের অভিঘাতে পুরোনো ঐতিহ্য সংকটের মুখে পড়ে, সেখানেও 'The Charter for Preservation of Quebec's Heritage' জারি করে কানাডার 'ICOMOS' ১৯৮২ সালে বস্তুগত সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের অঙ্গিকার করে। এই সনদে বস্তুগত সংস্কৃতি বা 'Material culture/ cultural properties' কে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছিল বস্তুগত সামগ্রিক যে পরিবেশে মানুষ বসবাস করে তাই বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। কানাডার এই ঐতিহ্য'র মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছিল ভবন, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক অবশেষ, আসবাব, শিল্পকর্ম, উপকূল, পর্বত, সমতলের মত ভৌগোলিক বিষয় যাদের নান্দনিক আবেদন বা গুরত্ব রয়েছে এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বা মানবিক আচার, প্রথা বা লোকসংস্কৃতি।

১৯৮৭ সালে ' ICOMOS Brazil' ঐতিহাসিক কেন্দ্র এবং তার সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ আলোচনা এবং সুপারিশ করেছিল; ১৯৮৮ সালে 'Statutes of the Iranian Cultural Heritage Organization *Sazeman-e Miras-e Farhanghi-eKeshvar*' এর মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্লেষণ করা হয়, নিউজিল্যান্ডের 'ICOMOS' ১৯৯২'র ৪ঠা অক্টোবর 'Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value' আইন করে বুররা সনদে উল্লেখিত 'স্থান' বাচক ঐতিহ্যকে জলাভূমি এবং সংশ্লিষ্ট স্থানের উপরিভাগে অবস্থিত আকাশকেও অন্তর্ভূক্ত করে। ১৯৯৬ সালে 'Habitat II Conference in Istanbul' এ 'human settlements' এর বিষয়ে নীতি নির্ধারিত হয়। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে চীনের 'ICOMOS' 'Getty Conservation Institute' এবং 'Australian Heritage Commission' এর সঙ্গে সহযোগিতায় ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য পেশাদারী নির্দেশিকা জারি করে এবং ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিকে চিহ্নিত করে। এই 'Principle of Conservation' চীনদেশের ঐতিহ্যকে সংজ্ঞায়িত করে লেখা সনদের ১.১ আনুচ্ছেদে লেখা হয়েছিল 'the immovable physical remains that were created during the history of humankind and that have significance'। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে 'ICOMOS' এবং 'UNESCO' কোনো সনদ জারি না করলেও ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ শে জুলাই ঐ অঞ্চলের দেশগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ একসাথে মিলিত হয়ে 'ASEAN Declaration on Cultural Heritage' নামক সনদ জারি করে ঐতিহ্য ও তা সংরক্ষণ বিষয়ক একটি ঘোষণা করেছিলেন যেখানে মূর্ত ও বিমূর্ত উভয় প্রকার সংস্কৃতিকেই ঐতিহ্য'র অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। এই ঘোষণায় ঐতিহ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল 'structures and artefacts, sites and human habitats, oral or folk heritage, written heritage and popular culture heritage'। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে অবশ্য ঐতিহ্যকে নিজ নিজ উপায়ে সংজ্ঞায়িত বা নামাঙ্কিত করা হয় - যেমন ভিয়েতনামে 'মূর্ত ও বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য', অন্যদিকে ফিলিপাইনসে বলা হয় 'স্থাবর ও অস্থাবর সাংস্কৃতি সম্পত্তি'।

২০০০ খ্রিস্টাব্দে 'UNESCO' জলের তলায় অবস্থিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ে বিধান জারি করে, ২০০৩ সালে 'UNESCO' তার অধিবেশনে বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে এবং ঐ বছরেই ' ICOMOS' 'Mural paintings' এর সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ করে, ২০০৪ সালে ' ICOMOS UK ' সাংস্কৃতিক ভূপৃষ্ঠ বা 'cultural landscapes' এর গুরত্ব বিষয়ে আলোকপাত করে। এই ঘোষণাগুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল বিমূর্ত ঐতিহ্যকে ব্যাখা করে ' UNESCO' এর জারি করা ২০০৩ সালের সনদ। এই সনদের ২:২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'The practices, representations, expressions, knowledge, skills-as well as instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith-that communities, groups and in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environments, their interactionwith nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. '' এই বিমূর্ত ঐতিহ্যের মধ্যে স্থান দেওয়া হয় মৌখিক তথা লৌকিক পরম্পরাগত প্রকাশ ও অভিব্যক্তি, ভাষা, যে কোনো শিল্পকলা প্রদর্শন, সামাজিক রীতি নীতি আচার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বংশানুক্রমিকভাবে বা পরম্পরাগতভাবে অস্তিত্বমান কারিগরী শিল্পকলা।

ভারতে ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন ঃ

সামাজিক পরম্পরা ভাষা, সংস্কৃতি, ভবন, পুরাবস্তু, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যে ঐতিহ্য প্রবাহমান তা আক্ষরিক অর্থে রাষ্ট্রের পরিচয় বহন করে। ঐতিহ্য বস্তুতপক্ষে সামাজিক সম্পদ - কি প্রাকৃতিক কি সাংস্কৃতিক, কি মূর্ত কি বিমূর্ত - সকল প্রকার ঐতিহ্য ঐতিহাসিক তথা পরিবেশগত কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দর প্রকৃতি এবং সংস্কৃতির উপর মানুষের অধিকার মানবাধিকারের আইন দ্বারা স্বীকৃত। রাষ্ট্রের দায়িত্ব মানুষের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত মূর্ত এবং বিমূর্ত সকল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এমনকি প্রাকৃতিক ঐতিহ্যগুলিকে রক্ষা করা। আমাদের দেশও এই নিয়মের বাইরে নয়।

ভারতে ঐতিহ্য'র সংরক্ষণ কার্যত একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধ্যকতা বা আদেশ। ভারতীয় সংবিধানের ৫১ ক অনুচ্ছেদে নির্দেশমূলক নীতিতে আমাদের দেশের বৈচিত্রপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের দায়িত্বকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ''It shall be the duty of every citizen of India to value and preserve the rich heritage of our composite culture.'' একইসাথে জাতির কাছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান, ভবন বা সৌধ এদং বস্তুকে সঠিভাবে সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা বা দায়িত্বকেও উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে ''It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interests, declared by or under law made by Parliament to be of national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export, as the case may be.'' সংবিধান এই সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং তাদের যৌথ দায়িত্বকে সুনির্দিষ্ট করেছে এবং যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ভারতে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভবন সংরক্ষণের আইনগত প্রয়াস প্রথম লক্ষ্য করা যায় কোম্পানীর শাসনকালে। 'Bengal Regulation XIX of 1810', ' Madras Regulation VII of 1817', 'Act XX of 1863' ইত্যাদি আইনগুলির মধ্যে দিয়ে প্রথমে সরকারী এবং পরে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলিকে সংরক্ষণ করার প্রাথমিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তবে এই বিষয়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আইন হল 'The Indian Treasure Trove Act, 1878 (ITTA)' যা ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিরীক্ষণ বা 'Archaeological Survey of India' প্রতিষ্ঠার পরে জারি করা ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রথম আইন। এই আইনের মধ্যে দিয়ে আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের সংরক্ষণকে সুনিশ্চিত করা হয়। এই আইনে বলা হয়েছিল যে যেখানে সম্পদটি আবিষ্কৃত হয়েছে সেই জেলার কালেক্টর মধ্যস্থতার মাধ্যমে এবং প্রয়োজনে দাবিদারকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে পুরাবস্তুটি সরকারের হয়ে অধিকার ও সংরক্ষণ করবে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের কোনও উল্লেখ এই আইনে ছিল না, এমনকি পুরাবস্তু সংরক্ষণের হেতুও স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে পুরাবস্তু সংরক্ষণ সংক্রান্ত পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ আইন 'The Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (AMPA)' যা লর্ড কার্জনের শাসনকালে ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক বা নান্দনিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন ভবন বা সৌধগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জারি করা হয়েছিল। তবে এই আইন জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভবন বা সৌধগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে এক এক অঙ্গরাজ্য নিজের মতো করে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও সৌধকে সংরক্ষণ করতে থাকে।

পুরাবস্তু বা ঐতিহ্য সংক্রান্ত পরবর্তী আইন জারি হয় স্বাধীনতার সময়কালে -এই আইনের নাম 'The Antiquities (Export Control) Act, 1947'। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরাবস্তুগুলি যাতে দেশের বাইরে কেউ পাচার না করতে পারে তার জন্য এই আইনটি জারি করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে এই আইনটিকে বাতিল করে একই লক্ষ্যে 'The Antiquities and Art Treasure Act 1972 (AATA)' জারি করা হয়।

স্বাধীনোত্তরকালে ১৯৫০ এর দশকে ঐতিহ্য সংরক্ষণ বিষয়ক দুটি আইন অতন্ত গুরুত্বপূর্ণ - 'The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Declaration of National Importance) Act, 1951' যার মধ্যে দিয়ে জাতীয় স্তরের প্রত্নস্থল, সৌধ এবং কেন্দ্রগুলিকে চিহ্নিত করে তাকে রক্ষণাবেক্ষণের শপথ নেওয়া হয়। যদিও এই আইনটিকে আরও সুস্পষ্টভাবে বলবৎ করার জন্য ১৯৫৮ সালের ২৮শে আগস্ট নতুন একটি আইন কার্যকর হয় যার নাম - 'The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (AMASRA)'। এই আইনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ সৌধ, প্রত্নস্থল, প্রত্নাবশেষকে চিহ্নিত বা তালিকাভূক্ত করা, প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননকে স্বীকৃতি দেওয়া, ভাস্কর্য এবং অতীতের অনত গুরুত্বপূর্ণ খোদাই করা কাজকে রক্ষা করার কথা বলা হয়। এই আইনকে অধিক শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে প্রবর্তিত হয় 'AMASR Rules' যার ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের

মধ্যে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারকে উপরোক্ত আইনের মধ্যে দিয়ে অধিগৃহীত সৌধ, প্রত্নস্থল, প্রত্নাবশেষ, ভাস্কর্য এবং অন্যান্য পুরাবস্তুর অভিভাবক রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই আইনে নিম্নলিখিত অপরাধগুলিকে শাস্তিযোগ্য রূপে চিহ্নিত করা হয় এবং এর জন্য সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয় - ১) সংরক্ষিত সৌধ বা বস্তুকে অপসারণ, আঘাত, পরিবর্তন, ধ্বংস করা বিপদগ্রস্থ করা, অপব্যবহার করা; ২) ভবন বা সৌধের পুর্বতন মালিক কর্তৃক সরকারী আইন লঙ্ঘন, ৩) সংরক্ষিত সৌধ বা ভবন থেকে ভাস্কর্য বা খোদাইকৃত কোনো কারুকার্য বা 'bas relief' বা লেখ (inscription) কে অপসারণ করা বা অন্যত্র নিয়ে যাওয়া।

১৯৭২ সালের সেপ্টম্বর মাসে প্রবর্তিত হয় পরবর্তী আইন 'The Antiquities and Art Treasure Act 1972 (AATA)' যা কার্যত ১৯৪৭ এর 'The Antiquities (Export Control) Act, 1947' পরিমার্জিত রূপ। এর মাধ্যমে অস্থাবর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলির উপর কার্যকরী সরকারী নিয়ন্ত্রন বলবৎ করা হয়। ১৯৭৩ সালে 'AAT Rules' জারি করে এই আইনের প্রায়োগিক দিকটিকে নিশ্চিত করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে ১) পুরাবস্তু ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্মের উপর রপতানি বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রন করা হয়, ২) পুরাবস্তু ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্মের চোরাচালান রদ করার জন্য বিধান করা হয় এবং ৩) জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে প্রাপ্ত পুরাবস্তু ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্মগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়। 'The Antiquities and Art Treasure Act 1972 (AATA)' মুদ্রা, ভাস্কর্য, চিত্র, প্রাচীন সাহিত্য যেগুলির ধর্মীঢ, রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে এবং যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তালিকাভূক্ত এবং অন্তত ১০০ বছরের পুরোনো। ঐতিহ্য'র মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছিল অন্তত ৭৫ বছরের পুরোনো পান্ডুলিপি, নথি এবং তথ্যকে।

১৯৫৮ সালে জারি করা 'The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (AMASRA)' আইনটিতে কিছু পরিবর্তন করা হয় ২০১০ সালে। 'The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment and Validation) Act, 2010 ' এ 'AMASRA' এর ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে সংশোধন করা হয় এবং ভারতে 'National Monument Authority' গঠন করা হয়। এই সংশোধনের মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিক সৌধগুলির চারপাশে একটি নিয়ন্ত্রিত এবং একটি নিষিদ্ধ বলয় তৈরী করার কথা ঘোষিত হয়। অনুচ্ছেদ ২০ তে আরও বলা হয় যে ঐতিহ্য সংক্রান্ত উপ আইন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত ও গৃহীত হবে। এছাড়াও 'National Monument Authority' কার্যাবলী ও ক্ষমতাকেও এই আইনের মধ্যে দিয়ে স্থির করা হয়। বলা হয় যে ১) 'National Monument Authority' ২০১০ সালের এই আইন বলবৎ হওয়ার আগে থেকে স্বীকৃত ও তালিকাভূক্ত সুরক্ষিত জাতীয় সৌধগুলিকে পর্যায়ভূক্ত করার জন্য এবং তাকে সংরক্ষিত এলাকা রূপে গণ্য করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করবে এবং ২০১০ সালের পর এরূপ সৌধগুলিকে চিহ্নিত করে তাকে সংরক্ষণের জন্যও সরকারের কাছে সুপারিশ করবে। ২) 'National Monument Authority' ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য গঠিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাজের উপর নজর রাখবে। ৩) জনসাসধারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প এবং রাষ্ট্রীয় প্রকল্প যেগুলি বৃহৎ এবং যেগুলির প্রভাব ঐতিহাসিক সৌধ বা ভববনের জন্য সংরক্ষিত বা নিষিদ্ধ এলাকায় পড়তে পারে সেই বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ'র কাছে আবেদন জানাবে বা সুপারিশ করবে।

ভারতের বিচার ব্যবস্থা পরিবেশ ও ঐতিহ্য রক্ষায় নাগরিক এবং সরকারের ভূমিকাকে সুনিশ্চিত করার জন্য সদা সক্রিয় থেকেছে এবং এই বিষয়ে দেশের নাগরিকদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব সম্পর্কে রাষ্ট্রকে যত্নবান হতে বলেছে। এরূপ বেশ কিছু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা যায়। যেমন, ১৯৯৭ সালে 'M C Mehta vs Union of India' জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিতে গিয়ে বলে যে আগ্রার চারপাশে যে সকল কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া বা নিঃসরণ তাজমহলের ক্ষতি করছে সেগুলিকে তাজমহলের ক্ষতি করতে পারে এরূপ বলয়ের বাইরে বিকল্প স্থান লাভ করা এবং গ্যাসের সংযোগ নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে হবে। এই মামলা 'Taj Trapezium Case' নামে খ্যাত।

১৯৯৭ সালে 'Rajeev Mankotia v. Secretary to the President of India' নামক অপর একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল সিমলায় অবস্থিত 'Vice Regal Lodge' এবং আনুষঙ্গিক জমি ঐতিহ্য রূপে অধিগ্রহণ করার নির্দেশ দেয় এবং ভারত সরকারকে নির্দেশ দেয় যে ঐ ভবন এবং জমিকে সংরক্ষিত এলাকা রূপে চিহ্নিত করা এবং অন্য ঐতিহ্যমন্ডিত সৌধগুলির সাথে সাথে এই ভবনটিকেও যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। বস্তুতপক্ষে সুপ্রিম কোর্ট এই আদেশ দিতে বাধ্য হয়েছিল কারণ ভারত সরকার এলিজাবেথীয় স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত 'Vice Regal Lodge' টিকে ঔপনিবেশিক যুগের স্মারক হওয়ার কারণে ঐতিহ্য রূপে মানতে টালবাহানা করেছিল।

১৯৯৯ সালে উড়িষ্যা রাজ্যের হাই কোর্ট 'Preservation of Antiquities involved in Criminal Trials' নামক স্বতঃপ্রণোদিতভাবে জারি করা একটি মামলায় যে সকল মূল্যবান পুরাসম্পদ মামলা মোকদ্দমার কারণে দাবিদারহীন অবস্থায় রাজ্যের মালখানায় পড়ে রয়েছে সেগুলিকে রাজ্য সংগ্রহশালার কাছে হস্তান্তরিত করতে হবে। কোর্টের নির্দেশমতো উড়িষ্যা রাজ্যের সংগ্রহশালা এইভাবে প্রাপ্ত মূল্যবান পুরাবস্তুগুলিকে যত্নের সাহায্যে 'antiquities involved in judicial proceedings- court's property' নাম দিয়ে সংরক্ষণ করে এবং তাকে সাধারণ দর্শক ও গবেষকদের কাছে প্রদর্শন করে।

সমগ্র এশিয়া এবং ইওরোপে সর্বত্রই মোঙ্গল বাহিনী সামরিক সাফল্য লাভ করেছিল কিন্তু ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন খলজী কর্তৃক মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাজধানী দিল্লীতে তৈরী সুরক্ষিত সিরি দুর্গটি তর্ঘির নেতৃত্বাধীন মোঙ্গল বাহিনী অবরোধ করেও দখল করতে পারেনি, উল্টে ১৩০৬ এ আমরোহার যুদ্ধে আলাউদ্দিনের বাহিনী প্রত্যাবর্তনকারী মোঙ্গল বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সফলভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এই কারণে সিরি দুর্গ ঐতিহাসিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই কারণে ঐতিহ্যমন্ডিত। দুর্গের এই সাফল্যের কাহিনী দুর্গপ্রাচীরে খোদিত। কিন্তু ২০০২ সালে সিরির দুর্গের ঐ প্রাচীরের ১০০ মিটারের মধ্যে 'Delhi Development Authority officers club' তৈরী করার চেষ্টা হলে দিল্লী হাই কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়। সংবিধানের ৪৯ নং ধারা, AATA এবং AMASRA আইনের ভিত্তিতে দিল্লী হাই কোর্ট 'Viswanath Pratap Singh v Union of India' নামক মামলাটিতে ঐ দুর্গের ২০০ মিটারের মধ্যে যে কোনো নির্মাণকে অবৈধ বলে রায় দেয়।

মুম্বাই হাই কোর্টের একটি রায়ও এখানে উল্লেখ করা দরকার। 'Indian National Trust for Art and Cultural Heritage and others v State of Maharashtra' - ২০০৮ সালের এই জনস্বার্থ মামলাটি করে মুম্বাইস্থিত ন্যাশনাল টেক্সটাইল এবং মিলগুলি তাদের কারখানার কাঠামোগুলিকে ঐতিহ্য রূপে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিল কারণ মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল করপোরেশান ঐ কাঠামোগুলিকে ভেঙে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। মুম্বাই হাই কোর্ট অন্তবর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করে এরূ ৭৭টি কাঠামোকে রক্ষা করে। এই রায়ে বলা হয় যে শহরের ঐতিহ্যবাহী মিলগুলির কাঠামোকে 'Develoment Control Regulations 67 for Greater Mumbai' আইন অনুসারে সংরক্ষণ করা হবে এবং মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল করপোরেশান তা মানতে বাধ্য থাকবে।

২০০৭ সালের একটি তাজমহলকে কেন্দ্র করে অপর একটি জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ৪৯ নং ধারাকে বলবৎ করেছিল। 'M C Mehta v Union of India (Taj Corridor Case)' নামে খ্যাত এই মামলায় উত্তর প্রদেশ সরকার তাজমহলের নিকটে ফুড প্লাজা, দোকান এবং বিনোদনমূলক আয়োজনের কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করলে সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে তা থেকে বিরত করে।

এই প্রসঙ্গে মুম্বাই হাই কোর্টে উত্থাপিত অপর একটি মামলা উল্লেখযোগ্য - 'Dr. Anhita Pandole v State of Maharashtra' নামক ২০০৮ সালের এই মামলায় ঐতিহ্যবাহী ভবনের দেওয়ালে হোর্ডিং দেওয়াকে বিধিসম্মত নয় বলে হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল এবং মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের হোর্ডিং দেওয়ার সিদ্ধান্তকে খারিজ করা হয়েছিল। ২০০৯ সালে 'Emca Construction Company v. Archaeological Survey of India and others' মামলায় দিল্লীর একটি ট্রাইবুনাল যে কোনো সংরক্ষিত ভবন বা সৌধের নিকটবর্তী স্থানে অন্য কোনো নির্মাণের অনুমতি দেওয়া থেকে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের ডিরেক্টর জেনারেলকে বিরত থাকতে বলেন। এক্ষেত্রে বিচারালয় আবেদনকারীদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিলেও ঐতিহ্যবাহী ভবন বা সৌধ ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের সুরক্ষা বজায় রাখার পক্ষেই মত দিয়েছিল। অনুরূপভাবে ২০১০ সালে 'K Guruprasad Rao v. State of Karnataka and others' নামক একটি মামলায় খনিজ উত্তোলনের প্রক্রিয়ার প্রয়োজনিয়তাকে স্বীকার করে নিয়েও কর্নাটক হাই কোর্ট ঐতিহ্যবাহী সৌধ বা ভবনকে খনিজ উত্তোলনের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করার স্বপক্ষে রায় দেয় এবং ভারতের সরকারকে এই বিষয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয়। ২০১৫ সালের 'Subhas Datta v. Union of India and others' নামক জনস্বার্থ মামলায় আবেদনকারী সুপ্রিম কোর্টের কাছে প্রত্নবস্তুর রক্ষক রূপে সংগ্রহশালাগুলির যথাযথ সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য এবং সংগ্রহশালা থেকে পুরাবস্তুর চুরির ঘটনাগুলির সঠিক তদন্তের জন্য আবেদন জানান। সুপ্রিম কোর্ট ভারতের সংগ্রহশালা এবং সংস্কৃতি দপ্তরকে পুরাবস্তু সংরক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং সেই ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পুর্নমূল্যায়নেরও নির্দেশ দেয়। সুতরাং বলা চলে ভারতের সংবিধান এবং তার রক্ষাকর্তারূপে ভারতের বিচারব্যবস্থা ভারতের বিপুল ঐশ্বর্যশালী পুরাবস্তু ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য সদা সচেষ্ট থেকেছে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।